৪।

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 03 MAY 1994
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

সর্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রম ভেস্তে যেতে বসেছে

স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া অফিস।- দেশে সর্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রম ভেস্তে যেতে বসেছে। দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্যে এ কর্মসূচী নেয়া হয় ১৯৮০ সালে। তখন এ কার্যক্রমের নাম ছিল 'গণশিক্ষা প্রকল্প।' এতে বলা হয় প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় শিশু, মৌলিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় বালক বালিকা ও বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় ১৫ থেকে ৩৫ বছরের ব্যক্তিকে সাধারণ পাঠ্যক্রমের শিক্ষা দেয়া হবে। এ প্রকল্পে অনেক অর্থ ব্যয় করার পর ফলাফল আশানুরূপ না হওয়ায় ১৯৮২ সালে প্রকল্পটি বন্ধ করা হয়।

এর ৫ বছর পর পুনরায় ১৯৮৭ সালে এই প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে ভিন্ন নামে একই ধরনের কার্যক্রম চালু করা হয়। ব্যয় ধরা হয় ৪৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারী বরাদ্দ ৫ কোটি টাকা। বাকি অর্থের যোগান দেয় দুটি সাহায্য সংস্থা। ৯০ সালে এই কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করে ব্যয় নির্ধারণ হয় ৯৬ কোটি টাকা। ৯২ সালে সর্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রম নামকরণ করে কার্যকাল ৯৫ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

এ কার্যক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়া আছে ৪ থেকে ৫ বছর বয়সী ৭৫ হাজার শিশুকে অক্ষরজ্ঞান দেয়া হবে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায়। এ পর্যন্ত অক্ষরজ্ঞান দেয়া হয়েছে ৬ হাজারের কিছু বেশি শিশুকে। সিংহভাগই এখনও রয়েছে কার্যক্রমের বাইরে। মৌলিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের ১৫ হাজার বালক-বালিকাকে শিক্ষা দেয়ার কথা। এ পর্যন্ত শিক্ষা দেয়া হয়েছে প্রায় ৫ হাজার বালক-বালিকাকে। এখানেও তিন ভাগের দুই ভাগ এখনও কার্যক্রমের আওতায় আসেনি। এ কার্যক্রমে তিন লাখ কিশোর-কিশোরীর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির কথা থাকলেও এ পর্যন্ত কতজনকে এ সুযোগ করে দেয়া হয়েছে তার সঠিক হিসাব মিলেনি।

বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচীতে বলা হয়েছে ১৫ থেকে ৩৫ বছরের দশ লাখ লোককে অনানুষ্ঠানিকভাবে জ্ঞানসহ অক্ষরজ্ঞান দেয়া হবে। এর মধ্যে ৫ লাখ লোককে বই পত্র দেয়া হবে। বাকি ৫ লাখকে দেয়া হবে কেন্দ্র শিক্ষা। বয়স্ক শিক্ষার এ কার্যক্রমে এ পর্যন্ত এসেছে প্রায় দশ হাজার।

কার্যক্রমের সাথে যুক্ত একটি সূত্র থেকে জানা যায়, যে টিমেতালে এ কার্যক্রম চলছে তাতে ৯৫ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব নয়। হয় এ সময়সীমা আরও বাড়াতে হবে। নয়তো ব্যাপকভাবে কার্যক্রম চালাতে হবে, কেননা কার্যক্রমকে সফল করার সময় আছে আর মাত্র দেড় বছর।